হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৫

(১)হযরত আনানিয়াস র. নামে এক লোক ও তার স্ত্রী হযরত সাফিরা র. একটি সম্পত্তি বিক্রি করলেন। (২)তার স্ত্রীর জানা মতেই বিক্রির কিছু টাকা সে নিজের জন্য রেখে বাকি টাকা হাওয়ারিদের পায়ের কাছে রাখলেন।

(৩)হযরত সাফওয়ান রা. জিজ্ঞেস করলেন, "আনানিয়াস, কেনো শয়তান তোমার মন দখল করলো যে, তুমি আল্লাহর রুহের কাছে মিথ্যা কথা বলছো, এবং জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে দিয়েছো?

(৪)বিক্রি করার আগে জমিটা কি তোমারই ছিলো না? এবং বিক্রির পরেও কি টাকাগুলো তোমারই ছিলো না? তাহলে তুমি কেনো এমন কাজ করবে বলে ঠিক করলে? তুমি মানুষের কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছেই মিথ্যা বলেছো।" (৫)এ-কথা শোনামাত্র হযরত আনানিয়াস র. মাটিতে পড়ে মারা গেলেন এবং যারা এই ঘটনার কথা শুনলেন, তারা সবাই ভীষণ ভয় পেলেন। (৬)যুবকরা এসে তার গায়ে কাফন জড়ালো এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করলো।

(৭)এর প্রায় তিন ঘন্টা পর তার স্ত্রী সেখানে এলো কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানতো না। (৮)তখন হযরত সাফওয়ান রা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলো, তুমি ও তোমার স্বামী সেই জমিটা কি এতো টাকায় বিক্রি করেছিলে?" সে বললো, "হ্যাঁ, এতো টাকাতেই।"

(৯)তখন হযরত সাফওয়ান রা তাকে বললেন, "তোমরা কেমন করে আল্লাহর রুহকে পরীক্ষা করার জন্য একমত হলে? দেখো, যারা তোমার স্বামীকে দাফন করেছে, তারা দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে, আর তারা তোমাকেও বাইরে বয়ে নিয়ে যাবে।" (১০)তখনই সে তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেলো। যুবকরা ভেতরে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলো। তাই তারা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাফন করলো।

(১১)ফলে এক মহাভয় এই কওমের সব লোককে এবং অন্য যারা এসব কথা শুনলো, তাদের সবাইকে ঘিরে ধরলো। (১২)হাওয়ারিরা মানুষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য কাজ করলেন ও মোজেজা

দেখালেন। তারা সবাই হযরত সোলায়মান আ. এর বারান্দায় এক সংগে মিলিত হতেন। (১৩) আর কেউই তাদের সংগে যোগ দিতে সাহস করলো না, কিন্তু লোকেরা তাদের খুব সম্মান করতো। (১৪) তবুও আগের যে-কোনো সময়ের থেকে অনেক বেশি পুরুষ ও মহিলা মসিহের ওপর ইমান এনে ইমানদারদের সংগে যুক্ত হলো।

(১৫)এমনকি তারা খাটের ওপরে ও মাদুরের ওপরে করে রোগীদের এনে পথে পথে রাখতে লাগলো, যেনো পথ দিয়ে যাবার সময় হযরত সাফওয়ান রা. এর ছায়াটুকু অন্তত তাদের কারো-কারো ওপরে পড়ে। (১৬)জেরুসালেমের আশে পাশের এলাকা থেকে অনেক লোক তাদের রোগীদের এবং ভূতের হাতে কষ্ট পাওয়া লোকদের এনে ভিড় করতে লাগলো, আর তারা সবাই সুস্থ হতে থাকলো।

(১৭)তখন মহা-ইমাম এই কাজ করলেন; তিনি ও তার সংগের সদ্দুকিরা হিংসায় জ্বলে উঠলেন। তারা হাওয়ারিদেরকে ধরে সরকারি জেলে ঢুকিয়ে দিলেন। (১৮,১৯)কিন্তু রাতের বেলায় আল্লাহর এক ফেরেস্তা জেলের দরজাগুলো খুলে তাদের বাইরে এনে বললেন- (২০)"যাও, বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে জীবন সম্বন্ধে সমস্ত কালাম বলো।"

(২১)যখন তারা এ-কথা শুনলেন, তখন খুব ভোরে বায়তুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এদিকে মহাইমাম ও তার সংগের সদ্দুকিরা, উচ্চ পরিষদ এবং ইস্রাইলের সমস্ত বুজুর্গদের কমিটি এক যৌথসভা ডাকলেন এবং তাঁদের আনার জন্য কর্মচারীদের জেলখানায় পাঠালেন। (২২)কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশরা জেলখানায় গিয়ে তাঁদের পেলেন না, (২৩)এবং ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন যে, "আমরা দেখলাম, জেলের দরজায় শক্ত করেই তালা দেয়া আছে এবং দরজায়-দরজায় পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে কাউকে পেলাম না।"

(২৪)এ-কথা শুনে বায়তুল-মোকাদ্দসের প্রধান কর্মচারী ও প্রধান ইমামেরা বুদ্ধি হারা হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, কী হতে যাচ্ছে। (২৫)তখন কোনো এক লোক এসে বললো, "দেখুন, যে লোকদের আপনারা জেলে দিয়ে ছিলেন, তারা বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন।"

(২৬)তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশ প্রধান, পুলিশদের সংগে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ধরে আনলেন। কিন্তু কোনো জোর-জবরদস্তি করলেন না। কারণ তাদের ভয় ছিলো যে, হয়তো সাধারণ মানুষ তাদের পাথর মারবে। (২৭)তারা তাঁদের এনে উচ্চ পরিষদের যৌথসভার সামনে দাঁড় করালেন। প্রধান ইমাম তাঁদের বললেন, (২৮)"এই নামে শিক্ষা না-দেবার জন্য আমরা তোমাদের কড়া হুকুম

দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তোমাদের শিক্ষায় জেরুসালেম পূর্ণ করেছো এবং এই লোকের রক্তের দায় আমাদের ওপরে চাপাতে চাচ্ছো।”

(২৯)কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা এবং হাওয়ারিরা জবাব দিলেন, “মানুষের হুকুম পালন করার চেয়ে বরং আল্লাহর হুকুমই আমাদের পালন করতে হবে। (৩০)যাঁকে আপনারা গাছে টাঙিয়ে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ সেই হযরত ইসা আ.কেই জীবিত করে তুলেছেন। (৩১)আল্লাহ্ তাঁকেই বাদশাহ ও নাজাতদাতা হিসেবে নিজের ডান পাশে বসার গৌরব দান করেছেন, যাতে তিনি বনি-ইস্রায়েলকে তওবা করার সুযোগ দিতে ও তাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন। (৩২)আমরা এসবের সাক্ষী এবং আল্লাহর রুহও সাক্ষী, যাকে আল্লাহ্ তাদেরই দিয়েছেন, যারা তাঁর বাধ্য হয়।”

(৩৩)এ-কথা শুনে সেই নেতারা রেগে আগুন হয়ে তাদের হত্যা করতে চাইলেন, (৩৪)কিন্তু গমলিয়েল নামে একজন ফরিসি-তিনি ছিলেন শরিয়তের শিক্ষক এবং সবাই তাকে সম্মান করতো, তিনি উচ্চ পরিষদের যৌথসভা উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁদের বাইরে রাখতে হুকুম দিলেন। (৩৫)তারপর তিনি তাদের বললেন, “বনি-ইস্রাইল, এই লোকদের ওপরে তোমরা যা করতে চাচ্ছো, সে-বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো। (৩৬)এই তো কিছুদিন আগে থুদা নামে এক লোক এসে নিজেকে বিশেষ কেউ বলে দাবি করেছিলো। আর কমবেশি চারশো লোক তার সংগে যোগ দিয়েছিলো। তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার সঙ্গীরা সব হারিয়ে গেছে। এতে তার সবকিছুই বিফল হয়েছে। (৩৭)তারপর আদম শুমারির সময় গালিলের ইহুদা এসে এক দল লোককে বিদ্রোহী করে তুলেছিলো। সেও মারা গেছে, আর তার সঙ্গীরাও সবাই ছড়িয়ে পড়েছে।

(৩৮)সে জন্য বর্তমান অবস্থায় আমি তোমাদের বলছি, তোমরা এই লোকদের ওপর কিছু করো না; এদের ছেড়ে দাও। কারণ এসব যদি মানুষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তা ব্যর্থ হবে। (৩৯)কিন্তু যদি এসব আল্লাহ্ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এদের থামাতে পারবে না। এমনকি হয়তো দেখবে যে, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছো।”

(৪০)তারা তার কথায় সন্তুষ্ট হলেন। এবং হাওয়ারিদেরকে ভেতরে ডেকে এনে বেত মারতে হুকুম দিলেন। তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন। আর হুকুম দিলেন, যেনো তাঁরা হযরত ইসা আ. এর নামে কোনো কথা না-বলেন। (৪১)তারা যে তাঁর নামের জন্য অত্যাচার ভোগ করার যোগ্য হয়েছেন, এ-

জন্য আনন্দ করতে-করতে উচ্চ পরিষদের যৌথসভা ছেড়ে চলে গেলেন। (৪২)তাঁরা প্রত্যেক দিন বায়তুল-মোকাদ্দসে এবং বাড়িতে বাড়িতে হযরত ইসা আ.-ই যে মসিহ, এ-কথা শিক্ষা দেয়া ও প্রচার করা থেকে বিরত হলেন না।